দৈনিক জনকণ্ঠ

10

তারিখ 23 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষা অধিদফতরের আকস্মিক নির্দেশে বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে স্কুলগুলোতে হ য ব র ল অবস্থা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বার্ষিক পরীক্ষা শুরু করা নিয়ে দেশের সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। শিক্ষা অধিদফতরের আকস্মিক এক নির্দেশে দেশের অনেক স্কুল পরীক্ষা শুরু করেও মাঝপথে তা স্থগিত করেছে। এছাড়া রাজধানীসহ দেশের অধিকাংশ স্কুলই তড়িঘড়ি করে পরীক্ষা শুরুর দু'একদিন আগে তারিখ পরিবর্তন করেছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিযোগ হচ্ছে, বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে এই দোটানার ফলে পরীক্ষার্থীরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটবে।

জানা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সার্কুলার নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। গত ৫ নবেম্বর শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি স্বাক্ষরিত এক সার্কুলারে বলা হয়েছে যে, পহেলা ডিসেম্বরের আগে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু করা যাবে না। এ সার্কুলার নবেম্বরের ১৫ তারিখের দু'একদিন আগে বা পরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছেছে। এটি পৌছার আগেই দেশের অনেক স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কারণ শিক্ষা অধিদফতর ইতোপূর্বে যে সার্কুলার জারি করেছিল তাতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু, শেষ ও ফলাফল প্রকাশের সময় নির্ধারণ করা হয় মধ্য নবেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর। দেশের বেশিরভাগ স্কুল এই সার্কুলার অনুযায়ী পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে। কোন কোন স্কুলে দু'তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা অধিদফতরের সার্কুলার পৌছার পর এসব স্কুল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে।

কারণ এ সার্কুলারে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের সময় পহেলা থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিমত হচ্ছে, সিলেবাস শেষ করা ও বন্যার ফলে পড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য এ সার্কুলার মোটেও ফলপ্রসূ হবে না। কারণ একবার পরীক্ষা শুরু বা পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার পর শিক্ষার্থীদের ক্লাসে এনে নতুন করে পড়ানোর সুযোগ নেই।